এই সব লেখালেখি

জামিল হাসান সুজন

অস্ট্রেলিয়ার পি.আর এখন আমার হতের মুঠোয়। যাচ্ছি আমি স্বপ্নের বিদেশে। নানা জনের নানা প্রতিক্রিয়া। আমেরিকা প্রবাসী আমার এক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললো, 'তোমার সব লেখালেখি আজ থেকে শিকেয় উঠলো। বিদেশে গিয়ে ভুলে যেতে হবে সকল সৃজনশীলতা।' তার কথার সত্যতার প্রমাণ পেলাম এখানে এসে। আসলেই তাই। রুজি রোজগারের নিত্যকার সংগ্রাম, সংসারের ব্যস্ততা আর এখানকার রুটিন জীবনে লেখালেখির সময় খুঁজে পাওয়া ভার আর মনও বস্‌তে চায়না সৃষ্টিশীল কাজে। এভাবেই হয়তো কেটে যেত জীবন। কিন্তু না। এল কর্ণফুলী – সাহিত্য নির্ভর একটি অরাজনৈতিক আন্তর্জাল পত্রিকা।

পত্রিকাটির প্রধান সাম্পানওয়ালার নাম ও পেশার কথা আগে থেকেই জানতাম, ভদ্রলোককে চোখে দেখিনি তখনও। তিনি যে একজন লেখক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি যে তাঁর এমন প্রবল অনুরাগ রয়েছে তা আমার জানা ছিলনা। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গীতে চমৎকৃত হলাম। পরে তার লেখনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। একান্ত নিজস্ব রচনাশৈলীতে যথোপযুক্ত শব্দ চয়নে তাঁর লেখাগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয়। নতুন পত্রিকাটির অবয়ব এবং লেখকদের লেখার মানও উন্নত বলে মনে হলো। স্বভাবতই এ পত্রিকাটিতে লিখতে উৎসাহী হলাম। সর্বোপরি, প্রধান সাম্পানওয়ালার উৎসাহ, উদ্দীপনা, বিভিন্ন মতামত, আলোচনা, সমালোচনা ইত্যাদির ফলে কর্ণফুলীতে লেখালেখিটা নিয়মিতই চলতে লাগলো।

সুতরাং আমেরিকা প্রবাসী বন্ধুটির কথার সত্যতা প্রমাণিত হলোনা। তবে একথা খুবই সত্য যে, প্রবাসের এই ভিন্ন পরিবেশে লেখালেখি চালিয়ে যাওয়াটা দুঃসাধ্যই বটে। শুধুমাত্র লেখার প্রতি প্রবল ভালবাসা এবং এই একঘেঁয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র আনয়নের জন্য আমার মত কিছু প্রবাসী মানুষ আনন্দ সহকারে কাজটি করে যাচ্ছেন। আর সুধী পাঠকেরা আমদের এই লেখাগুলো আগ্রহ নিয়ে পড়ে আমাদের উৎসাহকে জিইয়ে রেখেছেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, অনেক নতুন লেখকের সৃষ্টি হয়েছে এই কর্ণফুলীর হাত ধরে, অথচ তাদের লেখা পড়ে কখনই মনে হয়নি এরা নতুন। প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন লেখার গুণগত মান বজায় রাখতে।

কর্ণফুলীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে বেশিরভাগ লেখার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু আকর্ষণীয় ছবি যা লেখার ব্যাপ্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

কর্ণফুলী একটি নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও এটি অনেকাংশেই সেই সুনাম ধরে রাখতে পারেনি। এই কর্ণফুলীতেই প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক লেখা যেখানে কোন রাজনৈতিক নেতাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দিত করা হয়েছে। ছাপা হয়েছে এমন কিছু নিবন্ধ যেখানে মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। এই সব আমাদের কাম্য ছিলনা। তবে এ কথা সত্য যে ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি আমাদের জীবনের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে এসবকে পাশ কাটিয়ে শুধু কল্পনা প্রসূত কিছু ফ্যান্টাসী রচনা করে একটি পত্রিকা কেমন যেন নীরস আর ম্যাড়মেড়ে মনে হয়। আর নতুন পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং সকলের নজর কাড়ার

উদ্দেশ্যে কিছু বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করে পত্রিকাওয়ালা স্টান্টবাজীর আশ্রয় নিয়েছেন বলেই প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য, সিডনীবাসী বেশ কিছু বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ও কম্যুনিটির অপছন্দনীয় ও আপত্তিকর কার্যকলাপ লেখকের ক্ষুরধার লেখনীতে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। এই লেখাগুলোতেও ব্যক্তিগতভাবে অনেককে আঘাত করে মনঃকষ্ট দেওয়া হয়েছে।

কর্ণফুলীর কাছে অনুরোধ থাকবে ভবিষ্যতে যেন অতি অবশ্যই ঐ জাতীয় লেখাগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় যাতে করে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন না করা হয়।

আমরা লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের মনের আবেগ প্রকাশ করি, তুলে ধরি সত্যকে , ঘৃণা আর ক্ষোভ প্রকাশ করি সামাজিক অসঙ্গতিগুলির প্রতি। কিন্তু সেইসব লেখা নিয়ে একে অন্যের মধ্যে মনোমালিন্য, মন কষাকষি অথবা বিবাদ হবে এটা আমাদের কাম্য নয়।

কর্ণফুলী প্রশংসা, নিন্দা, আলোচনা, সমালোচনা এবং বহুবিধ বৈচিত্রময় লেখা তার বক্ষে ধারণ করে আজ একটি বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। কর্ণফুলির এই বয়ে চলা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।

জামিল হাসান সুজন, ক্যাম্পসী (সিডনী), ১১/১১/২০০৬